



প্রেস রিলিজ

০৭ জানুয়ারি ২০২৬

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাটুবির প্রতিষ্ঠাতা চ্যাসেলর বেগম খালেদা জিয়া-র স্মরণে বাটুবিতে শোকসভা

বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাটুবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা চ্যাসেলর ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা ও গভীর সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। সভায় উপাচার্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাত্য রাজনৈতিক জীবন গভীর শৃঙ্খলা সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, “গণতন্ত্র প্রনৱন্দ্বনে তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দুরদৰ্শী ভূমিকা এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐতিহাসিক অবদান জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য আরো বলেন, ক্ষমতা ও উচ্চ অবস্থানে থেকেও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কখনো অহঙ্কার, প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশেধপরায়নতার প্রকাশ দেখা যায়নি; বরং বিনয়, সহনশীলতা ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসাই ছিল তাঁর মেত্তের মূল শক্তি। তিনি মত ও ভিন্ন ধারার মানুষবাও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণোভালির প্রশংসা করেছেন, যা তাঁকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর অবদান এবং মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নয়, জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছে। বক্তব্যের শেষে উপাচার্য বলেন, মানুষ ক্ষণস্থায়ী হলেও তার কর্ম ও দর্শন অমর হয়ে থাকে; সেই অর্থে বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ ভবিষ্যত প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে যাবে। তিনি তাঁর রংহের মাগফিরাত ও জান্মাতুল ফেরদাউস কামনা করেন”।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাটুবির সাবেক প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এ বাশার। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবনাদর্শ নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “যার নিজের সম্মান আছে, সে-ই অন্যকে সম্মান করতে পারে। বেগম খালেদা জিয়া নিজেকে যেমন সম্মান করতেন, তেমনি মানুষ, দেশ ও জাতিকেও গভীরভাবে সম্মান করতেন। তিনি একজন মহীয়সী নারী বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সাথে সাক্ষাত্কালে দৈর্ঘ্য, মনন ও দর্শনকে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। দলমত জাতিধর্ম নির্বিশেষে খালেদা জিয়া যে সম্মান সবাইকে দিতেন, মানুষের প্রতি তাঁর এই শৃঙ্খলা ও মর্যাদাবোধের কারণেই মৃত্যুর পর তিনি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছ থেকে ব্যাপক সম্মান লাভ করেছেন, যা ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়”।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস ও ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহাম্মদ শামীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিনদের মধ্য থেকে সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের অধ্যাপক তানতীর আহসান, শিক্ষকদের মধ্য থেকে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলের অধ্যাপক ড. মোঃ আবু তালেব, পরিচালকদের মধ্য থেকে মিডিয়া বিভাগের পরিচালক শরীফ মোঃ শাহাবুন্দীন, কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশাসন বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক মোহাম্মদ ছালাহ-উদ্দিন ভুঁইয়া ও কর্মচারীদের মধ্য থেকে মোঃ হুমায়ুন কবির বাদশা।

সঞ্চালনা করেন বাটুবির রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক আনিচুর রহমান। শোকসভাটি অত্যন্ত আবেগঘন ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা করেন বাটুবির রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মোঃ আনিচুর রহমান। এছাড়াও শোকসভার শুরুতে পৰিব্রত কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রংহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক।

মো: খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)